আজকের কাগজ

তারিখ ... 30 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

৩৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো শিবিরের নারকীয় তাণ্ডব

বার বার হুঁশিয়ারি দেয়ার পরও ইবি কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন ছিলো নীরব

শহীদুজ্জামান ঃ কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হল দখল করে নিয়েছে শিবিরের সন্ত্রাসীরা। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে বুধবার গভীর রাতেই হল ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। সন্ত্রাসী শিবির রাত ১২ টার পর ক্যাম্পাসে ঢুকে ব্যাপক বোমাবাজি গুলিসহ নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি করে ছাত্র-ছাত্রীদের হলত্যাগে বাধ্য করেছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে শিবির ইঃবিঃ দখল করার জন্যে পাঁয়তারা ও প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিলো। তারা আশপাশের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ বিভিন্ন জায়গায় ঠাঁই নিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণসহ প্রস্তুতি চালাচ্ছিলো। সারাদেশ থেকে সন্ত্রাসী ক্যাডারদের জড়ো করা হচ্ছিলো। অস্ত্র আনা হচ্ছিলো। এসব খবর সবিস্তারে বারবার আজকের কাগজে ছাপা হয়েছে। কিন্তু ইঃবিঃ কর্তৃপক্ষ অথবা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে শোনা যায়নি।

এসব খবর আজকের কাগজে প্রকাশের পর আজকের কাগজের ইঃবিঃ কুষ্টিয়া ও শৈলকূপা প্রতিনিধিকে শিবির ক্যাডারেরা ভয় ভীতি-হুমকি দিয়েছে। এমনকি প্রাণনাশের হুমকি ও প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেসব খবর সবিস্তারেই প্রকাশিত হয়। ইঃবিঃ কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন তবুও ছিলো নির্বিকার।

তারা শুধু নির্বিকারই ছিলো, বিপরীতক্রমে তারা ছিলো অতিমাত্রায় সক্রিয়। ইঃবিঃ কর্তৃপক্ষ শিবিরের সন্ত্রাসীদের রক্ষা ও ইঃবিঃ দখলের জন্যে নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ৫ ও ৬ জুলাই শিক্ষক লাঞ্ছনাসহ শিবিরের বর্বর তাণ্ডবের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে ছাত্র সমাজসহ সর্বস্তরের জনতার চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ তিন শিবিরকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েও ঘোষণা করতে গড়িমসি করে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষক ও ছাত্র- ছাত্রীদের হয়রানির পথ বেছে নিয়েছিলো কর্তৃপক্ষ। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষক ডঃ কাজী মোঃ গালীব হাসানকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছিলো।

ছাত্র সমাজ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসহ সর্বস্তরের স্থানীয় জনতা শিবিরের সর্বশেষ তাণ্ডবের জন্যে ইঃবিঃ উপাচার্যকে দায়ী করেছেন। তারা আগে থেকেই বলছেন, উপাচার্য জামাত-শিবিরের রক্ষক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদদাতা।

এদিকে ইঃবিঃ কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে সকল প্রকার মিছিল-মিটিংয়ের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অথচ শিবির গভীর রাতে মিছিল করে ক্যাম্পাসে ঢুকে নারকীয় তাণ্ডবলীলা সংঘটনের পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। সকল মহলের মতে, এসব ঘটনা প্রবাহ থেকেই প্রমাণিত হয় উপাচার্যসহ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদদেই শিবির বারবার ইঃবিঃতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তারা অবিলম্বে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছেন। একই সঙ্গে তারা শিবিরের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকাসহ সারাদেশে শিবিরের সকল ঘাঁটি উচ্ছেদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

এদিকে ইঃবিঃতে শিবিরের সর্বশেষ তাণ্ডবে ইঃবিঃর আশপাশের জনপদে আতংক বিরাজ করছে।